দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 08 FEB-2005
পৃষ্ঠা - ৭ কলাম ৩

মতলব উপবৃত্তি অফিসে চলছে স্বেচ্ছাচারিতা, অনিয়ম ও দুর্নীতি ॥ শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রীরা বিপাকে

॥ মতলব (দঃ) (চাঁদপুর) থেকে সংবাদদাতা ॥

মতলব উপজেলা উপবৃত্তি অফিসে চরম অনিয়ম, দুর্নীতি ও অব্যবস্থাপনা চলছে। উপজেলা উপবৃত্তি অফিসার মামুন মিয়া তার নিজের ইচ্ছেমত অফিসে আসা-যাওয়া করেন। অভিযোগ থেকে জানা গেছে, ছাত্রী উপবৃত্তির ২০% টাকা তার জন্য বাধ্যতামূলক রাখতে হয়। এ ছাড়া তিনি নিজের ইচ্ছেমতো স্কুল-কলেজের ছাত্রীদেরকে উপবৃত্তির জন্য নির্বাচন করে থাকেন। এ কার্যক্রমে বেশ কিছু স্কুলের শিক্ষকের সাথে রয়েছে তার গোপনচুক্তি। যেসব স্কুল থেকে কমিশন ভাল পান সে সব স্কুল থেকে সরকারী নিয়ম ৪০% ছাত্রী নম্বর ও অন্যান্য নিয়ম ভঙ্গ করে ছাত্রী নির্বাচন করেন। এক্ষেত্রে ছাত্রীদের হাতে উপবৃত্তির টাকা পৌঁছার আগে তিনি তার কমিশন, যাতায়াত ও আপ্যায়ন খরচ রেখে দেন।

জানা গেছে, তিনি স্কুল পরিদর্শনে গিয়ে শিক্ষকদের কাছ থেকে টাকা আদায় করেন। ব্যর্থ হলে শিক্ষক হাজিরা খাতা নিয়ে আসেন। তারপর উপযুক্ত নজরানা দিয়ে নিতে হয়। একই চিত্র স্কুল পরিদর্শনের মন্তব্য খাতায়। গত বছর দুধুয়া স্কুল এন্ড কলেজ ও মান্দারতলী মোজাফ্ফরিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ের মন্তব্য খাতা অফিসে নিয়ে আসেন। তারপর স্কুল কর্তৃপক্ষ টাকার বিনিময়ে খাতা ছাড়িয়ে নেন। মামুন মিয়া অফিসের স্টাফদের সাথে দুর্ব্যবহার করেন। সম্প্রতি তিনি অফিসের দারোয়ান মোঃ আবু তাহেরকে পিটিয়ে অজ্ঞান করে হাসপাতালে পাঠান, পরে নিজের টাকা ব্যয় করে চিকিৎসা করান। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের হস্তক্ষেপে এটা সমাধান করা হয়। উপবৃত্তি অফিসার মামুন মিয়ার বাসা ঢাকার গাজীপুরে। সপ্তাহে যেদিন মন চায় অফিসে আসেন। না হয় আসেন না। অথচ হাজিরা খাতায় নিয়মিত ঠিকই হাজিরা ওঠে যায়। উপবৃত্তি অফিসার হওয়ার সুবাদে তিনি বিভিন্ন স্কুলের নিয়োগ কমিটিতে থেকে প্রভাব খাটিয়ে অর্থ আদায় করেন।